বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিনিয়োগ শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ) বিধিমালা, ২০১৬ (**নভেম্বর ০৬, ২০২৫ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত**)

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ ***গেজেট***

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ডিসেম্বর ২৬, ২০১৬

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

প্রজ্ঞাপন

২২ নভেম্বর ২০১৬

নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০১৬-৩৫১/১৯৪/প্রশাসন/৭৪।- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫নং আইন) এর ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, পূর্ব প্রকাশের পর, নিম্নলিখিত বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিকা

১। ***সংক্ষিপ্ত শিরোনামা।***- এই বিধিমালা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিনিয়োগ শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ) বিধিমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। ***সংজ্ঞা।***- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়;

(ক) “আইন” অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন);

(খ) “একাডেমি” অর্থ বিধি ১২ এর আওতায় গঠিত একাডেমিকে বুঝাইবে;

(গ) “কমিশন” অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;

(ঘ) "বিভাগ" বলিতে কমিশনের "ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিভাগ (Financial Literacy Division)"-কে বুঝাইবে;

(ঙ) "বোর্ড" বলিতে বিধি ১৩ এর অধীন গঠিত 'বোর্ড অব গভর্নরস'কে বুঝাইবে; এবং

(চ) "কর্মসূচি" বলিতে কমিশন বা একাডেমি কর্তৃক এই বিধির আওতায় নির্ধারিত বিনিয়োগ শিক্ষার উন্নয়ন বা প্রশিক্ষণ বা এতদুদ্দেশ্যে গৃহীত বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রমকে বুঝাইবে।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির (expression) সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন), ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯, এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ এবং উহাদের অধীন জারিকৃত কোন বিধিমালা বা প্রবিধানমালায় যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিনিয়োগ **শিক্ষা** *ও প্রশিক্ষণ*

৩। ***বিনিয়োগ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি***।- কমিশন বিদ্যমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তথা সর্বস্তরের জনগণের আর্থিক বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিভিন্ন মেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) স্বল্প মেয়াদি (এক বছর বা উহার নিম্নে);

(খ) মধ্য মেয়াদি (এক বছরের উর্দ্ধ হইতে তিন বছর পর্যন্ত); এবং

(গ) দীর্ঘ মেয়াদি (তিন বছরের উর্দ্ধে)।

৪। ***বিনিয়োগ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া***।- দেশের সর্বস্তরে বিনিয়োগ শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে নিম্নরূপ বিভিন্ন মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে, যথাঃ-

(ক) উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা।- (অ) উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একাডেমি এবং বিভাগ সমন্বিতভাবে, দূর শিক্ষণ ও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ করিবে;

(আ) উপ-দফা (অ) এর লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত একাডেমি এবং বিভাগ সমন্বিতভাবে বিষয় ভিত্তিক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিবে;

(ই) অনলাইন ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পাঠদান এবং পরীক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন ও গ্রহণে একাডেমি এবং বিভাগ সমন্বিতভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(ঈ) এই লক্ষ্যে একাডেমি এবং বিভাগ সমন্বিতভাবে ইলেকট্রনিক ও অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করিবে এবং বিনিয়োগ শিক্ষাকে বিষয়বস্তু করে নাটিকা, বিজ্ঞাপন, প্রামাণ্যচিত্র, কার্টুন, কুইজ, বিতর্ক ও সাধারণ জ্ঞান

প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি আয়োজন, আয়োজনের উদ্যোগ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(খ) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা।- (অ) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একাডেমি এবং বিভাগ সমন্বিতভাবে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচিতে বিনিয়োগ শিক্ষা পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(আ) উপ-দফা (অ) এর লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত কমিশন আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিবে;

(গ) কমিশনের আদেশের বলে নির্ধারিত অন্যান্য মাধ্যমে শিক্ষা।- একাডেমি এবং বিভাগ সমন্বিতভাবে কমিশনের আদেশ অনুযায়ী রোড শো, সেমিনার, ওয়ার্কসপ, ইত্যাদি অন্যান্য মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিবে।

৫। *কর্মসূচি পরিচালনা।-* (১) কর্মসূচিসমূহ পরিচালনার লক্ষ্যে কমিশন এক বা একাধিক কর্মসূচি পরিচালক নিয়োগ দান করিতে পারিবে।

(২) কোন কর্মসূচি পরিচালনার জন্য কমিশন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক এদত্সংক্রান্ত কর্মসূচি এবং কমিটির কার্যক্রম তদারকি করা হইবে।

(৪) কমিশন আদেশ দ্বারা কর্মসূচি এবং কমিটির কর্মপরিধি ও শর্তাবলী নির্ধারণ করিবে।

৬। *প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ।–* (১) বিনিয়োগ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত একাডেমি সময় সময় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) কোন প্রশিক্ষক কমিশন বা একাডেমির অনুমোদনক্রমে স্বীয় উদ্যোগে এবং কমিশন বা একাডেমির পক্ষ থেকে কর্মসূচি পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(৩) কমিশনের আদেশ দ্বারা প্রশিক্ষকের যোগ্যতা নির্ধারিত হইবে।

(৪) প্রশিক্ষকদেরকে কমিশন বা একাডেমি বা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান হইতে সনদপ্রাপ্ত বা অভিজ্ঞতালব্ধ হইতে হইবে।

৭। *কমিশন কর্তৃক বিনিয়োগ* **শিক্ষা** *ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।-* এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন সময় সময় আদেশ দ্বারা বিনিয়োগ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পদ্ধতি ও কার্যাবলী নির্ধারণ করিবে।

৮। *কমিশন কর্তৃক অর্থসংস্থান।-* (১) কমিশন বিনিয়োগ শিক্ষা দেশব্যাপী প্রসারের লক্ষ্যে প্রারম্ভিক অর্থসংস্থান করিবে।

(২) কমিশনের বাজেটে ইহার জন্য একটি খাত সৃষ্টি করা হইবে এবং এই খাতে নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ এই বিধিমালা মোতাবেক কমিশন কর্তৃক ব্যয় করা হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
বিনিয়োগ **শিক্ষা** *তহবিল*

৯। ***বিনিয়োগ*** **শিক্ষা** ***তহবিল।***- (১) এই বিধিমালার আওতায় "বিনিয়োগ শিক্ষা তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠন করা হইবে এবং উক্ত তহবিলটি অনুমোদিত তফসিলি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে।

(২) উল্লিখিত তহবিলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এক্সচেঞ্জ, ডিপজিটরি, ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট কোম্পানী, ইস্যুয়ার এবং অর্থ ও পুঁজি বাজার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, বা কোন বৈদেশিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান বা কোন প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতা খাত বা অন্য কোন খাত হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে।

(৩) উল্লিখিত তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য কমিশনের আদেশ দ্বারা "তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে এবং এই কমিটি কর্তৃক মনোনীত ন্যূনতম দুই জন সদস্যের স্বাক্ষরে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

(৪) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিতে উল্লিখিত তহবিল হইতে বিধি ৩, ৪, ৫, ৬ এবং ৭ এর আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৫) তহবিল হইতে এই বিধিমালার আওতায় ব্যয় করিবার লক্ষ্যে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন এবং অর্থ অবমুক্তকরণ কমিশন কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৬) কমিশন সময় সময় তহবিল সংক্রান্ত আদেশ জারি করিতে পারিবে।

১০। ***হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।***- (১) বিধি ৯ এর উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত কমিটি, বিধি ৯ এর উপ-বিধি (১) এর অধীনে সৃষ্ট তহবিলের হিসাবরক্ষণ করিবে ও হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) কমিশনের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগ, বিধি ৯ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত তহবিলের অর্ধ-বার্ষিক হিসাব বিবরণী নিরীক্ষা করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতি অর্ধ-বর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) বার্ষিক হিসাব বিবরণী একটি স্বীকৃত নিরীক্ষা ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রতিটি অর্থ বছর শেষ হওয়ার পর ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং উক্ত নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী পরবর্তী ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে কমিশনে দাখিল করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন যুক্তিসংগত কারণে নির্ধারিত সময়ে উল্লিখিত হিসাব বিবরণী নিরীক্ষা বা কমিশনে দাখিল করিতে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কমিশন উক্ত সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবে।

১১। *বিনিয়োগ শিক্ষা তহবিল বিলুপ্তিকরণ।*- (১) বিধি ১২ এ উল্লিখিত একাডেমি প্রতিষ্ঠার পর, কমিশন কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে, বিধি ৯ এ উল্লিখিত বিনিয়োগ শিক্ষা তহবিল বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত তহবিল বিধি ১৭ এ উল্লিখিত একাডেমির তহবিলের সাথে একিভূত হইবে।

(২) উপবিধি (১) এ বর্ণিত একিভূতকরণের পর বিধি ৯ ও ১০ এর কার্যকারিতা বলবৎ থাকিবে না।

চতুর্থ অধ্যায়
একাডেমি প্রতিষ্ঠা

১২। *একাডেমি প্রতিষ্ঠা।*– (১) বিনিয়োগ শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বিভাগের তত্ত্বাবধানে কমিশন কর্তৃক "বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেট (বিএএসএম)" নামে একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(২) একাডেমি বিধি ৩, ৪ এবং ৬ এ উল্লিখিত সকল বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করিবে এবং বিনিয়োগ ও সিকিউরিটিজ মার্কেট সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা, পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কোর্স পরিচালনা ও সনদ প্রদান করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ১১ কার্যকর হওয়ার পর একাডেমি উল্লিখিত কার্যক্রম পরিচালনাসহ বিধি ৫ এবং ৭ এর আওতায় সকল কর্মসূচী ও কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৩) কমিশনের অনুমোদনক্রমে, একাডেমি উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সকল কার্যক্রম বিনা ফি'তে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফি'সহ কোর্স পরিচালনা করিতে পারিবে।

১৩। *একাডেমির বোর্ড অব গভর্নরস।*- (১) কমিশন আদেশ দ্বারা অনধিক ১৭ (সতের) সদস্য বিশিষ্ট একাডেমির বোর্ড অব গভর্নরস গঠন করিবে।

(২) কমিশন প্রয়োজনবোধে এই বোর্ড পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

১৪। *বোর্ডের সভা ও সম্মানী।*- (১) বোর্ড উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে বছরে কমপক্ষে তিনটি সভা করিবে।

(২) বোর্ডের চেয়ারম্যান ন্যূনতম ০৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রদানপূর্বক সভা আহবান করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরি পরিস্থিতিতে ০৭ (সাত) দিন অপেক্ষা কম সময়ের নোটিশেও সভা আহক্ষান করা যাইবে।

(৩) সভায় কোরাম পূরণের জন্য কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি থাকিতে হইবে।

(৪) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে, উপস্থিত সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) বোর্ডের সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) সভায় উপস্থিতির জন্য বোর্ডের সদস্যবৃন্দ সম্মানি প্রাপ্য হইবেন, যা এই বিধিমালার অধিনে সময় সময় আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৫। *একাডেমির নির্বাহী*।- (১) একাডেমির প্রধান এবং উপ-প্রধান নির্বাহী হইবেন যথাক্রমে মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক।

[১][(২) কমিশন হইতে একজন নির্বাহী পরিচালক ও একজন পরিচালককে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০২১ এর সংশ্লিষ্ট শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে যথাক্রমে মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদে পদায়ন করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো কারণবশতঃ কমিশন উহার কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে মহাপরিচালক এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদে পদায়ন করিতে না পারে, তাহা হইলে বোর্ড, কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে, উপযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে প্রযোজ্য শর্তসাপেক্ষে মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দান করিতে পারিবে।"।]

১৬। *একাডেমির কর্মচারী নিয়োগ*।- (১) বোর্ডের অনুমোদনক্রমে একাডেমির প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারী (স্থায়ী বা অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক) নিয়োগ করা যাইবে।

(২) কমিশনের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারিদেরকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০১৪ এর সংশ্লিষ্ট শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে একাডেমির বিভিন্ন পদে পদায়ন বা নিয়োগ করা যাইবে।

(৩) একাডেমির নিজস্ব কর্মচারিদের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) একাডেমির সকল কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি বোর্ড কর্তৃক প্রণীত শর্তাবলী দ্বারা সময় সময় নির্ধারণ করা হইবে।

১৭। *একাডেমির তহবিল*।- (১) একাডেমির যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য "বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেট তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠন করা হইবে এবং উক্ত তহবিলটি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত তফসিলি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে।

(২) উল্লিখিত তহবিলে কমিশন, পুজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, বা কোন বৈদেশিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান বা অন্য কোন খাত হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং একাডেমির অর্জিত অর্থ জমা হইবে।

(৩) একাডেমি কর্তৃক বিধি ৩, ৪ এবং ৬ এর আওতায় কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ করিবার লক্ষ্যে, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত তহবিলে বিধি ৯ এর তহবিল হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা যাইবেঃ

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং- ৫৩.০২.০০০০.০০০.২০১.২২.০৩৫১.১৬.৯৬.২৭২.১৫৮, তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০২৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা নভেম্বর ৬, ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ১১ কার্যকর হওয়ার পর, একাডেমি উহার তহবিল হইতে বিধি ১২ এর উপ-বিধি (২) ও (৩) এ উল্লিখিত কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ করিবে।

১৮। *একাডেমির অর্থ বছর ও বাজেট।-* (১) কোন পঞ্জিকা বছরের ১ জুলাই হইতে পরবর্তী পঞ্জিকা বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত একাডেমির অর্থ বছর গণনা করা হইবে।

(২) একাডেমির বাৎসরিক বাজেট উহার বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

(৩) একাডেমির কর্মচারিদের বেতন ও ভাতাদি এবং উহার পরিচালনা বাবদ সমূদয় ব্যয় বিধি ১৭ এ বর্ণিত তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে।

১৯। *হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।-* (১) একাডেমি যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ করিবে এবং বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বার্ষিক হিসাব বিবরণী একটি স্বীকৃত নিরীক্ষা ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত নিরীক্ষা কার্যক্রম অর্থ বছর শেষ হওয়ার পর ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং উক্ত নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী পরবর্তী ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে কমিশনে দাখিল করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন যুক্তিসংগত কারণে নির্ধারিত সময়ে উল্লিখিত হিসাব বিবরণী নিরীক্ষা বা কমিশনে দাখিল করিতে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, একাডেমির আবেদনক্রমে কমিশন উক্ত সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবে।

২০। *প্রতিবেদন, ইত্যাদি।-* (১) একাডেমি উহার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের পর উক্ত প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করিবে।

(২) কমিশন প্রয়োজনমত একাডেমির নিকট হইতে একাডেমির যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহক্ষান করিতে পারিবে এবং একাডেমি তাহা কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
বিবিধ

২১। *বিনিয়োগ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে সংশিস্নষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য।–* (১) প্রত্যেক এক্সচেঞ্জ, ডিপজিটরি, ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট কোম্পানী, অন্যান্য আত্ম নিয়ামক সংস্থা (SRO), বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান এবং ইস্যুয়ার কোম্পানী, বিনিয়োগ শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পৃথক বিভাগ, ওয়ার্কিং গ্রুপ ইত্যাদি গঠনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কমিশন ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষক নিয়োগ এবং তাহার সম্মানী নির্ধারণ ও প্রদান করিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান স্বীয় উদ্যোগে পরিচালিত বিনিয়োগ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহ করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত ব্যয় নির্বাহের পাশাপাশি, এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ বিধি ৯ ও তৎপরিবর্তে বিধি ১৭ এ বর্ণিত তহবিলে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে প্রদান করিবে।

(৫) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে তাহাদের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত আইন-কানুন, আচরণবিধি, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং বিনিয়োগ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রদত্ত সেবা ও পণ্য সংক্রান্ত বিনিয়োগ শিক্ষাসহ গ্রাহকদের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে তাহাদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে।

(৭) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ বিনিয়োগ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও বিষয়বস্তু উহাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

(৮) উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ উহাদের পরিচালিত বিনিয়োগ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

(৯) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের গ্রাহকদের অভিযোগ নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণসহ গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করিবে।

২২। *চুক্তি সম্পাদন, ইত্যাদি।-* একাডেমি উহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান পরিপালন সাপেক্ষে, প্রয়োজনবোধে বিনিয়োগ ও সিকিউরিটিজ মার্কেট সম্পর্কিত শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত চুক্তি, সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) বা সম্মতি স্মারক (Memorandum of Agreement) সম্পাদন করিতে পারিবে।

২৩। *আদেশ বা নির্দেশ পরিপালন।-* এই বিধিমালায় পরিপালনীয় বিধানসমূহ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ মোতাবেক প্রদত্ত নির্দেশ বা আদেশ পরিপালন হিসাবে গণ্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন উহার উপর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সময় সময় অন্য আদেশ বা নির্দেশও জারি করিতে পারিবে।

২৪। *হেফাজতকরণ।-* এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পূর্বে, উক্ত বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যাবলি যাহা সংঘঠিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর আদেশক্রমে,

ড. এম খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান।